



নাটে ফটে



কালেকশন

গররর!
আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে
চোট দেওয়া ———!
এই নে।





নারায়ণ দেবনাথ



স্কুল বোর্ডিং এর বাগানের
জন্যে আমি একটা বড়
ক্যাকটাসের অর্ডার
দিয়েছি, তোরা গিয়ে
নিয়ে আয়।



সাবধানে নিতে হবে, না হলে
কাঁটার আঁচা খেতে হবে।



একটা বড় তোড়া ঢাকা দিয়ে
নিলে ভালো হয় না, ফটে?

ঠিক বলেছিস, সামনের
কেকের দোকানটা থেকে
চেয়ে নেবো।



মবেটে!
কেটে!

উলস! নটে আর ফটে
বিরাট এক তোড়াভর্তি কেক
নিয়ে আসছে!



তোরা নিম্নম ডব্ব করে বাইরের
আজে বাজে খাবার ঢোকাচ্চিস!
আমি এটা বাজেয়াপ্ত করবুম—



গাছিরে!

হিঃ হিঃ!
তোড়ায়
ক্যাকটাস ছিলো!



কেলুদা এই কাণ্ড করেছে.
স্যার! ও টবটা কেড়ে নিয়ে
মাটিতে ফেলে দিলো!

গরর!



আমি পরেওর সঙ্গে বোঝাপড়া
করছি। তোরা এখন গিয়েকেকের
দোকান থেকে এক বাত্ম জলো
ক্রীম কেক নিয়ে আয়। স্কুল
পরিদর্শককে আজ চা পানে
আপ্যায়িত করবো।



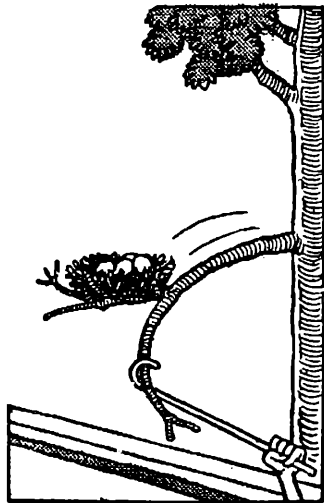
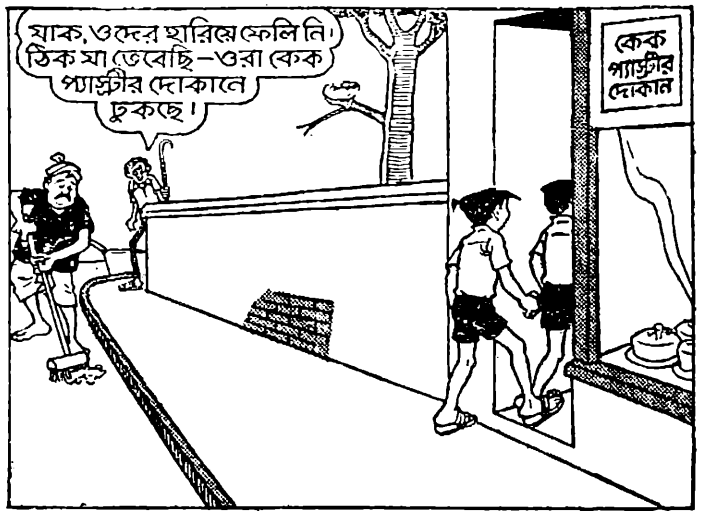


নান্ট
আর
ফটো



নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ











নন্টে আর ফন্টে



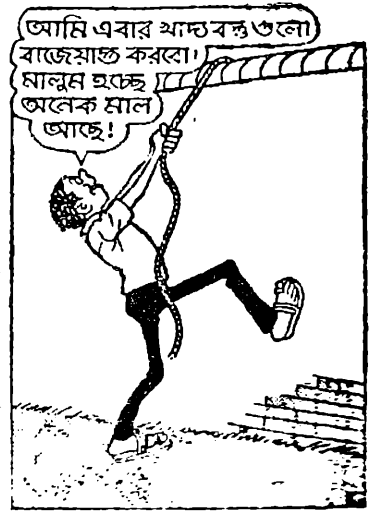
নারায়ণ দেবনাথ

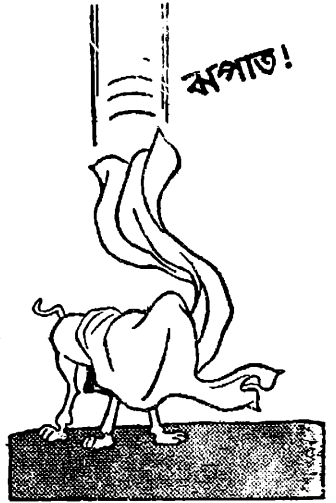
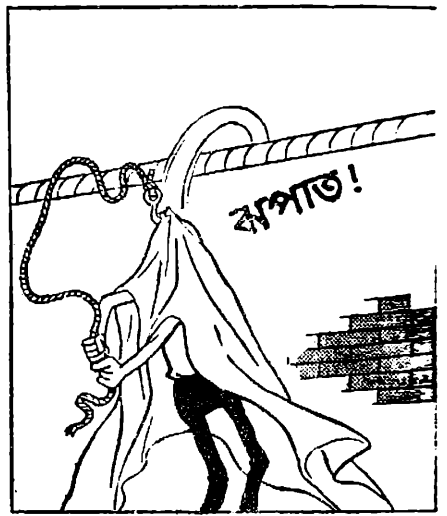
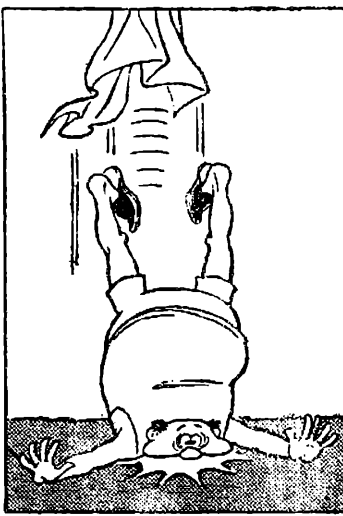






নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



দ্যাখ ফলে! কেলেটা
বিরিট এক বাক্স কেক
কিনে নিসে আসছে।
আমরা যদি ওটা বয়ে
আনতে সাহায্য করি
তবে হয়তো
আমাদের
একটা করে
কেক দেবে!

একটা করে?
আমার
একটা প্রজন্ম
এজছে ভাতে
সব কেঁকই
আমরা
গাবো!



ঐ ও আসছে! এখন শুধু
গেটের হুক কোটা টেনে
খুলে দেওয়া!
হিঃ হিঃ!



গররর!
গেছি রে!



এই নে চমকে বসে হাড়
নিম্নে এবার জামুগা
ছাড়!



ওটা আবার বাগানের ওতরে
চুকেছে! এবার আমি আবার
গেটটা বন্ধ করতে পারি।



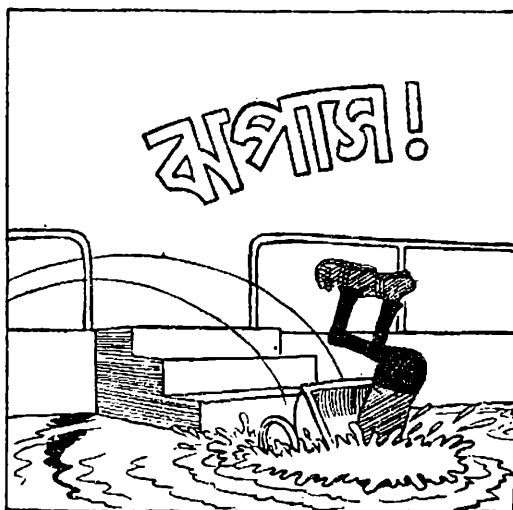
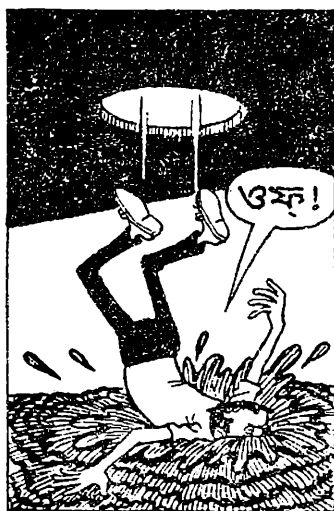
কুকুরটাকে ভাড়িয়েছি
বলে ধন্যবাদ দেবার
প্রয়োজন নেই কেঁক
তার বদলে আমরা
কেকের বাক্সটা
নিব্বন!



চুই বাক্সটা নিম্নে এগিয়ে
যা, ফলে! আমি কেলেটার
পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা
করে রাখছি!

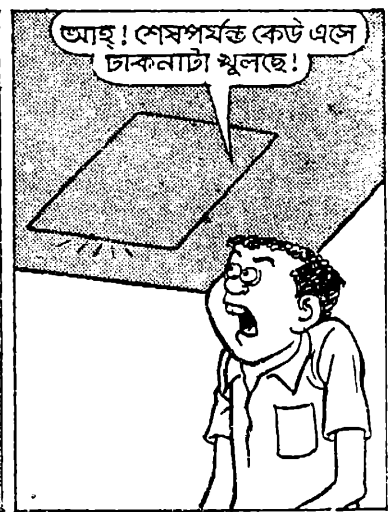


আমার বাক্স নিম্নে
ফিরে আসে...ইরক!

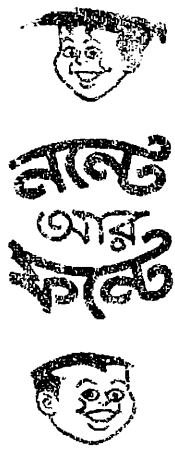




নারায়ণ দেবনাথ







নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



এখানে একটা জন্মদিনের শুভমটি হতেছে রে, নটে!

জন্মদিনে বক্সে ডিস্কাইন কোমি গ্রন্থকল্যাণ

নটে হচ্ছে নতুন উপায়ের বেশ (সেউল রাখা)!



এই যে, নটে আর ফটে! আমিও একজন ডিস্কাইন বলিয়ে! এই নতুন আমি বলছি এই বলটা তোদের মাথার তাকা মারবে!

মরেচে, কলেগ! কিছু একটা মতাবে!



যদিও আমার বলটা স্ফটিকের নয়, হেঃ হেঃ!



আর কিছু না জেক চোখে আজ্ঞে তারা দেখতে পারি!



দ্যাখ, নটে! এ ফেলে দেওয়া সোণালী মাছের জারটা ঠিক এ ডিস্কাইন বক্সের স্ফটিক বলের মতন দেখতে!



আবার একটা পুরোনো শুভমটিও! একটা মতলব এসছে!

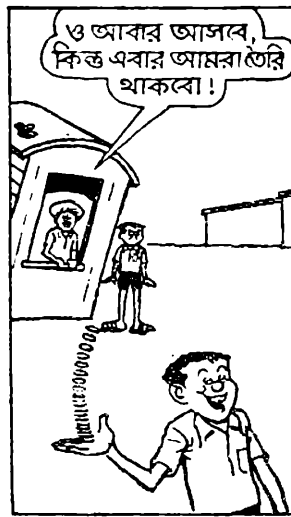


তোর পরিকল্পনা বেশ ব্যর্থকরী হচ্ছে, নটে! আমাদের বেশ ব্যর্থ আমদানী হচ্ছে!



ওরা সব চলে গেছে, কিন্তু আমরাও বেশ গুছিয়ে নিয়েছি!

ওদের খুশ, এখুনি ফুস করে উবে যাবে!

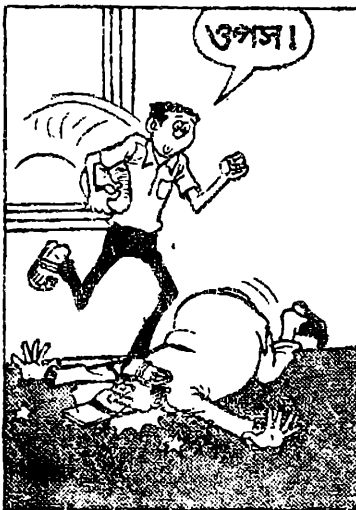
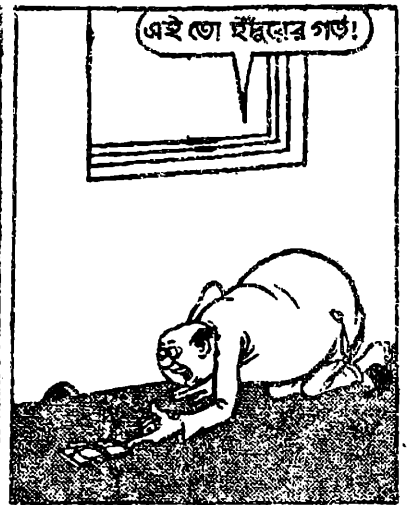




নটে আর ফন্টে

স্বদেশী দেবনাথ







নাট
আর
ফল

নারায়ণ দেবনাথ

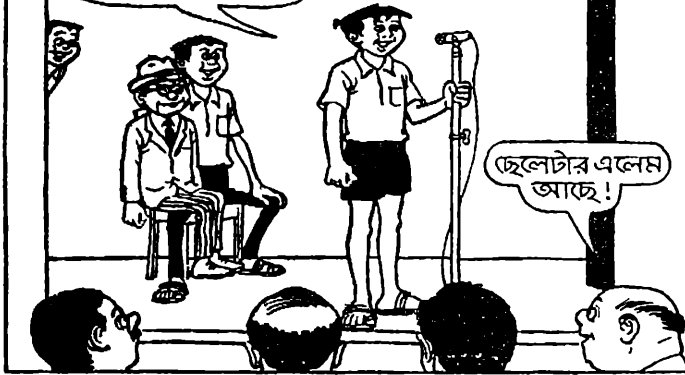






অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কিছু পরে

এবার কেল্টার কথা
বলা গুলোর কথা বলার
অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে।



ছেলেটার এলোম
আছে!

(ফিস ফিস করে) অ্যাঁই, গুটাতোকে মা
বলতে বলেছি শুরু কর।

আপনারা সকলে
কেমন আছেন?

আপনারা
সবাইকে
আমার
নমস্কার!



এবার আমি
রসগোল্লা খেতে খেতে
কথা বলবো।



আমিও রসগোল্লা খাবো

(ফিস ফিস করে)
তুমি সত্যি সত্যি
সব শুনে, মেরে
দিওনা, কেঁকুমা!



সাবাশ!

মনে হচ্ছে প্লাস্টিকের এই
বিচ্ছুটা কেল্টার গুলোর
কমাই বলাবে না
সঙ্গে নাচাবেও।



দুটো আমাকেও
দাও।

এইবার!



দারুণ!
চটপট!
চটপট!

ইরক! বিচ্ছু!



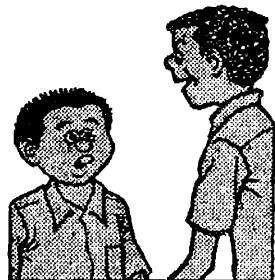






আমাদের
ছায়াবাজি
ওরা জেনে
ফেলেছে
কেলুটদা!

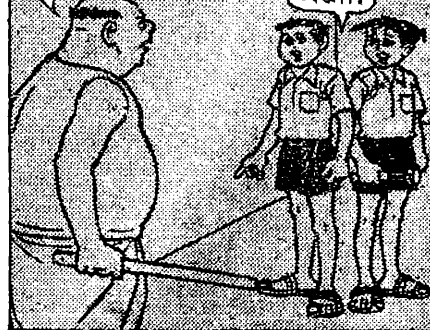
জাবুক!
জেনে কি
করছে চল
দেখে আসি!



স্যারের মনে যে ধোঁড়ে ইঁদুরটা ঢুকিয়েছি
সেটা তাড়া করে স্যার আসছে ফুর্টে।

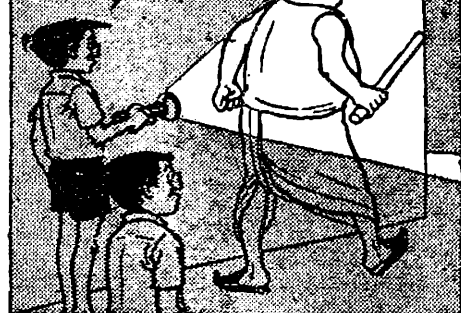
অ্যাঁই, তোরা এখানে কি
করছিস? একটা ইঁদুরকে
এদিকে আসতে দেখাচ্ছিস?

হ্যাঁ, স্যার!
অজ্ঞকারে কি
একটা ছুটে
এলো!



আমার হাত থেকে পালাবে কোথায়।

আমি আপনার
পেছনে টর্চ ধরছি,
স্যার!

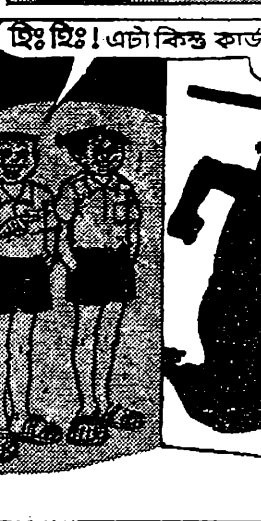


হাঃ হাঃ! ম্যাথ, গুটো!
ওরা আমাদের প্রাণ
নকল করছে!

চল,
ঈশাপিয়ে
গড়ে ওদের
ছায়াবাজি
চুরমার
করে ফেলি!



কিছুক্ষণের
জল্যে টর্চটা
নিবিজ্ঞে দি!



পা দিয়ে আচ্ছা করে
ধেঁবলে দেখুটা। আরে!
নরম লাগছে মনে হচ্ছে-
মরেচে! এটা আসল
মেরে!



এখন আবার
টর্চটা জ্বালাই!

স্যা-স্যার!

হিঃ হিঃ! এটা কিন্তু কার্ডবোর্ড কেটে ছায়াবাজি নয়-এ একেবারে
আসল কায়াবাজি!

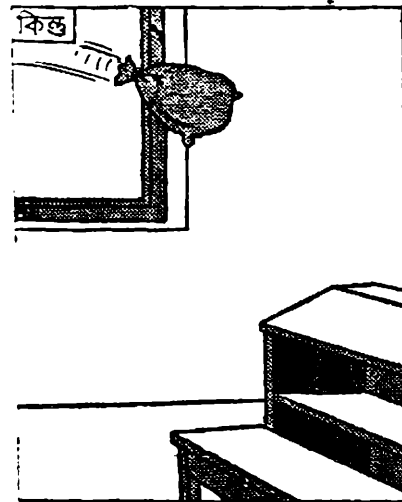


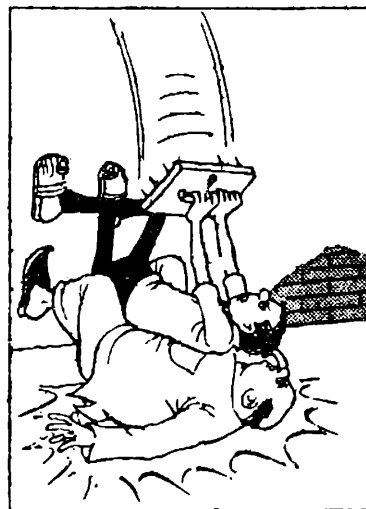
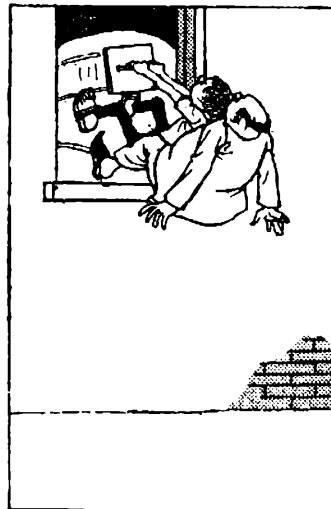
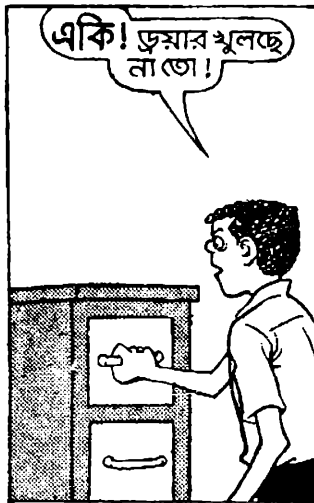


নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ







নারায়ণ দেবনাথ



চল চুপচাপ ঘরে গিয়ে মাসিমার পাঠানো এই কড়াপাক সন্দেশের সদ্ব্যবহার করি।

দাঁড়িয়ে থাক! কেলেটা ঘোরাঙ্গুরি করছে!

ও দেখে ফেললে পুরো বাসায়টাই হাডিয়ে নেবে। তাই ওকে আটকাবার একটা ফন্দি বের করেছি। তুই বাসায়টা আমাকে দে আমি চোর কুতুরীতে নেমে মই দিয়ে উঠে মাঝো, অল্প আমার পেছনে কেলেটা চুকলেই তুই কুতুরীর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিবি।



একি ৭ মনে হচ্ছে ফটে সন্দেশের বাসায় নিয়ে চোর কুতুরীতে চুকছে চুপচাপ আয়েস করে সন্দেশ জাদাবে বলে, আর নটেটা বোধ হয় ডেতরেই আছে!



ধ্যাত! ও চোর কুতুরীর ওপরের টাকলা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে!



দরজা আটকে দিয়েছি ফটে!

আমিও এই দরজার ছিটকিনি আটকে দিলুম। কেলেটা এবার চোর কুতুরীর ফাঁদে আটক! হিঃহিঃ!



আরো নিশ্চিত হবার জন্যে এই জেঞ্জাল ভর্তি ভারী ডাস্টবিনটা দরজার ওপর বসিয়ে দি!

শীগগির আমাকে বেরোতে দে!



আমি একটা ছোট করাত সেয়েছি। ছিটকিনি সমেত আমি কেটে ফেলতে পারবো।





নারায়ণ দেবনাথ



কেউলার আচরণ
অতিশয় ভয়ানক।
চিফিন খেতে পারছি
না, সব কেউ
নিষ্কর, মাছরি!

এই ছোট প্যাকেট যা আমি
ভেরি করেছি ওকে বেশ
ডালো শিক্সা দিয়ে দেবে!



ফ্রীম কেক! দরুন! মানে তোর কোন
সাহসে স্যাকের কঠোর নিদেধকে কলা
দেখিয়ে এই গরমে বাইরের শত অখাদ্য
বোডিং এ আদানি করছিস? আমার
হাতে ওটা দিসে দে, নল্টে আর ফস্টে!



আমার স্বরে নিয়ে
গিয়ে এটার সম্ভবহার
করবো!



এটা কি, কেবু? ফ্রীম কেক?

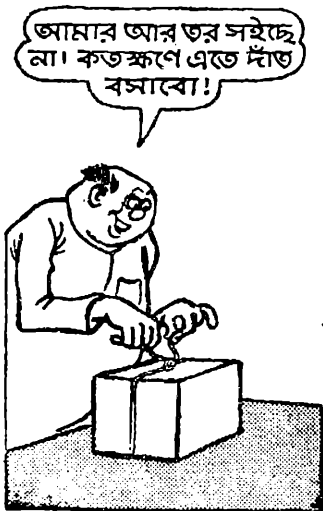


ইয়ে... এ আমি
আগনের জন্যেই
আনছিলাম, স্যার!
আমি জ্বলি জ্বলি
ফ্রীম কেক খুবই
ডালোবাসেন!

বেশ, বেশ! কি
চমৎকার! তুই
খুব ডালো ছেলে,
কেবু!



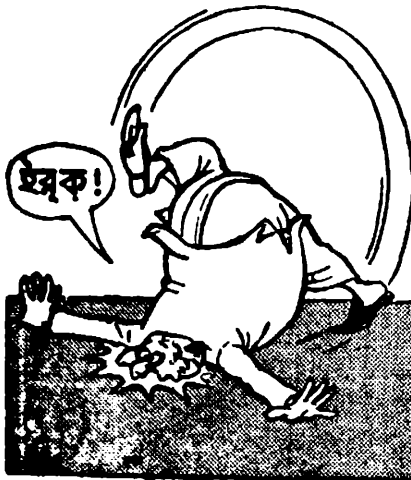
জিনিসটা হাতছাড়া হয়ে গেলো।
তবে আমার সম্বন্ধে ওর একটা ডালো
ধারণা ভেরি হয়ে রইলো!



আমার আর তর সহছে
না। কতক্ষণে এতে দাঁত
বসাবো!

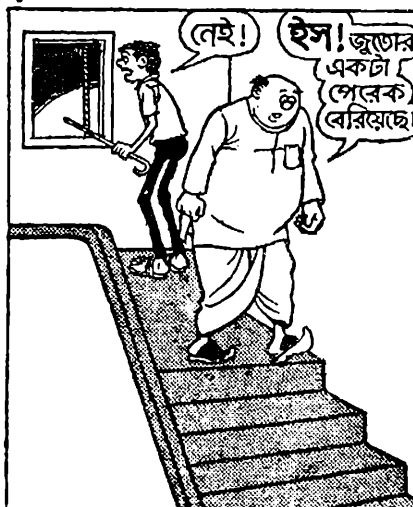


ফ্রীম কেক!

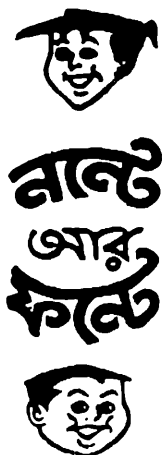




শ্রী রূপ দেবনাথ

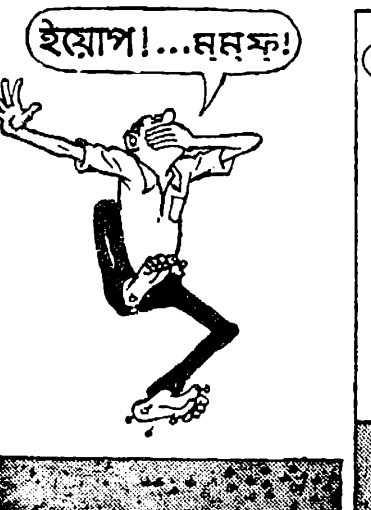






নাটে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ







নন্দামণি দেবনাথ





প্রদীপ ঘোষ



তুই আমাদের জন্যে সতর্কতা কিনে নিয়ে আস আর কেল্টো যাতে মাঝে পথে হামলা না করতে পারে আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।



মনে হচ্ছে নটে আর ফণে নিশ্চয় মিস্ট্রি কিনতে গেছে। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থান লুকিয়ে থেকে ওদের মাল কেড়ে নেবো।



আমাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেবার জন্যে এটা হচ্ছে ওর লুকোবার একটা জায়গা।



আমি মাটির ওপর কিছু কড়া শিরিষের আঠা ঢেলে রেখে দি।



এই! কেল্টো যাতে আমাদের ওপর হামলা করে খাবার কেড়ে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করে এলেছি হেঃ হেঃ!



মা ডেরেছি! এ যে খাবারের বাস্কেল হাতে ওরা আসছে!



ধরেছি তোদের... ইরক! আমি আটকে গেছি!

হিঃ হিঃ! দারুণ করেছিস, ফণে!



খ্যাৎ! জুতোর নিকুটি করেছে! আমাকে ওদের ধরতে ই হবে!





নন্দীন্দ্র দেবতায়











নটে
আর
ফটে

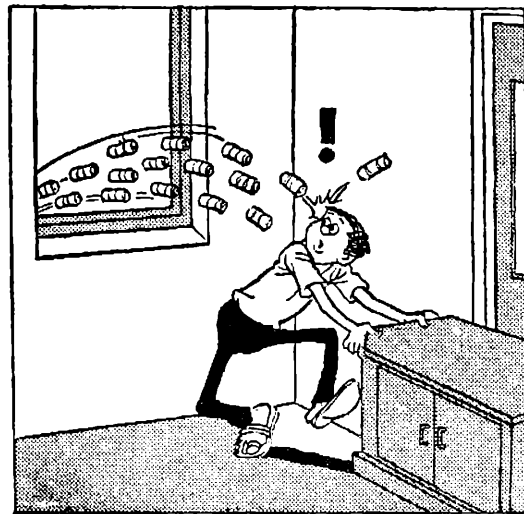
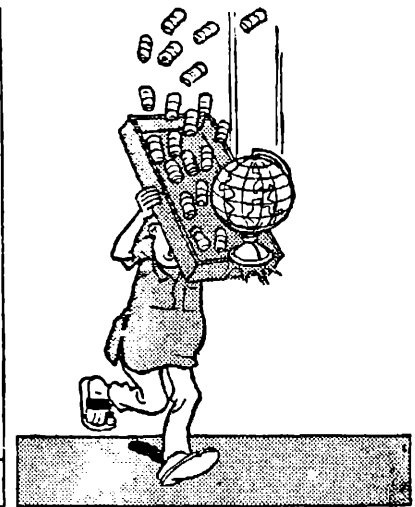
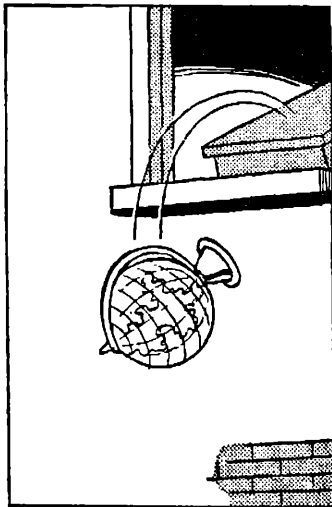
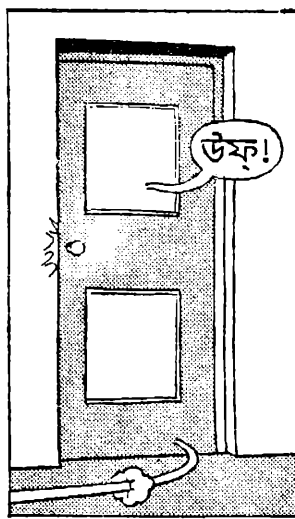


নারায়ণ দেবনাথ



?

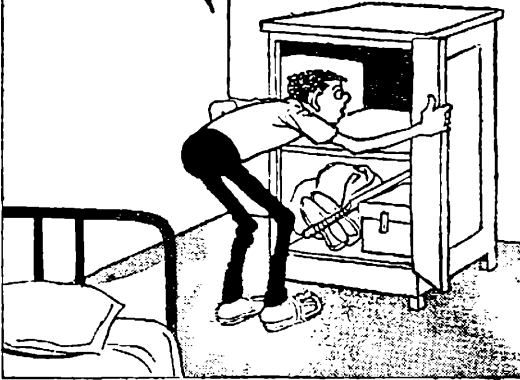






নারায়ণ দেবনাথ

বাই! আমার রাখাজব
খাবার সরিয়ে ফেলেছে! একম
নিম্নাও নটে আর ফটের।



কেল্টের আলমারী থেকে
হাতানো খাবারগুলো কল্টের
মেনেওয়াল চিলে কুচুরিতে
রাখা খুব বুদ্ধির কাজ হলে
সেখান থেকে কেল্টে খুজে
পাবে না।







নাটে
আর
ফন্টে



ব্যায়াম দেখাও



আজ ভোজন ঠিক
ওজেন মাফিক
হয়নি, তাই আমি
তোমার এই পয়সা
ছড়িটা সঙ্গে নি,
এটা বহুত কাজে
লাগে, আর এটা
আমাকে খানার
ব্যাপারে কিছু
টানার ব্যবস্থা
করতে পারে।



আমি ওই কেকগুলো
নেবো, ফন্টে!



এদিকে আবার নাটে আসছে
মনে হচ্ছে সলেনের বাস্তু নিয়ে।
আমি এই ছড়ি বেকিয়ে
উড়িয়ে ওর থেকে
ওটা নিয়ে নেবো।
তারপর...



ছিটকে ওলায়
লাগলেই-ওহু!
পেয়ে গেছি!

মরেচে!
কেলুন্দা!



কেক নিয়েছে তো
জারী বয়ে গেছে।
আমি এবার চিকেন
রোস্ট কিনে এনেছি
খাওয়ার জন্যে।

আঃহা! আমার
ছড়ি আবার
কার্যকরী
হবে!



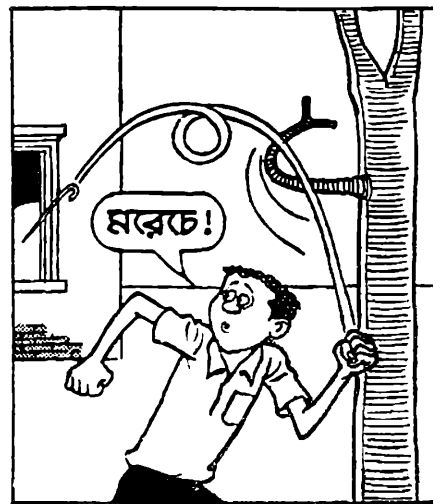
কিন্তু প্রথমেই এটার
ডগাটা ছুঁচালো করা
দরকার।



সামান্য একটু ওলোয়ার
চালনার চর্চা আর আমি চিকেন
রোস্ট পেয়ে গেলোম!
হেঃহেঃ!



গরর! কেক ছেড়েছি,
কিন্তু আমার চিকেন নিয়ে
হতচ্ছাড়া কেল্টোটাতে
পালাতে দেবোনা!





নটে
আর
ফটে



নন্দীনাথ দেবনাথ





দমাস!



হিঃহিঃ! ডিম হাতাতে গিয়ে গুঁতো
থেকে বিম ধরে গেছে বোধ হচ্ছে!

ওঃ! লোকটা
গেঁছে!



ওদিকে এমি যে আপনার চেয়ে
পাটনো বিস্ময় ডিম গুঁড়িয়ে আনার
অধ্যক্ষ বলে দিয়েছেন এটা খুবই
সম্মানে রাখতে!

ধন্যবাদ
প্রকৃতি
বিজ্ঞান
কালে এটা
দেখাও
হবে!



আরিবাস! স্যারের
ডেকের ওপর রাখা ডিমটার
কি সাইজ!



এটা দিয়ে দুর্বাক্ত
সাইজের একথানা
ওমলেট হবে!



আরে! মনে হচ্ছে
যেন ফাটছে! আমার
ডেউরের মাল বেঁধে
শালে না!



ওরে বাবারে! এটা যে
একটা কুমীরের ডিম!

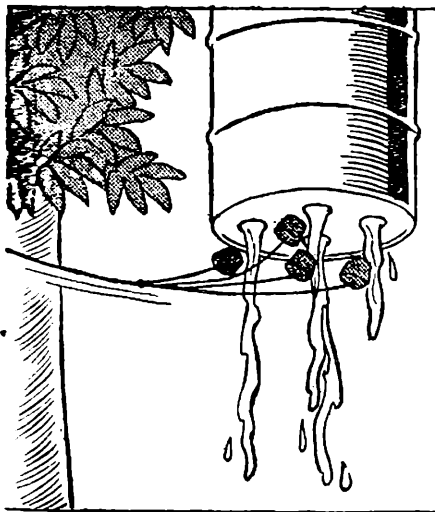


হিঃহিঃ! কেলেটা এখন
কিছুদিন আর খাবারের
গর্বা শুকতে পারবে না!

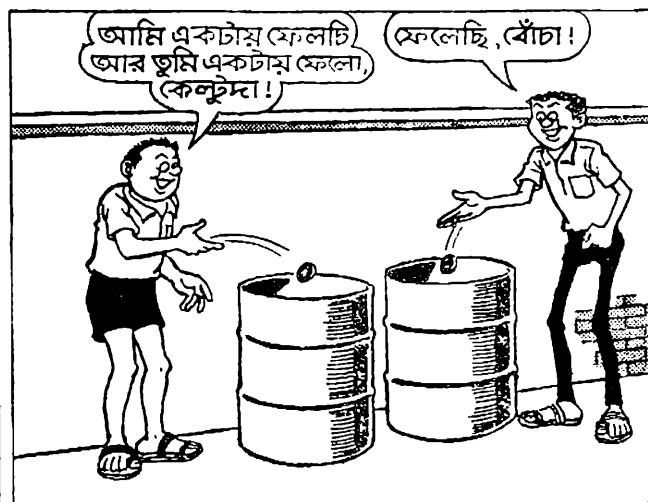
ওমলেটে বেঁধে
খাওয়ার বদলে কেলেটা
এখন নাকে ব্যাণ্ডেজ
বেঁধে বসে আছে!



















নারায়ণ দেবনাথ







আর



নারায়ণ দেবনাথ



টি, ডি, ডি চকোলেটের নতুন একটা
বিজ্ঞাপনের ছবির জন্যে দু'জন
চালাক চতুর ছেলে দরকার।



কাছেই একটা স্কুল বোর্ডিং আছে।
সেখানে একবার খোঁজ করে
দেখলে হয়।



আচ্ছা, তোমাদের
সুপারিনটেন্ডেন্ট এখন
জেন্ডারে আছেন ?

হ্যাঁ, আছেন। সোজা
চলে যান।



তোমাদের নাম কি,
থোকা ?

ওর নাম নটে আর
আমার ফটে।



আমাদের ছবির জন্যে
এই ছেলেদুটি হলে মন্দ
হয়না।

আমারও তাই মনে
হয়। দেখি ওরা কি
বলে!



টি, ডি, ডি বিজ্ঞাপনের জন্যে
একটা ছবিতে তোমরা
কাজ করবে ?

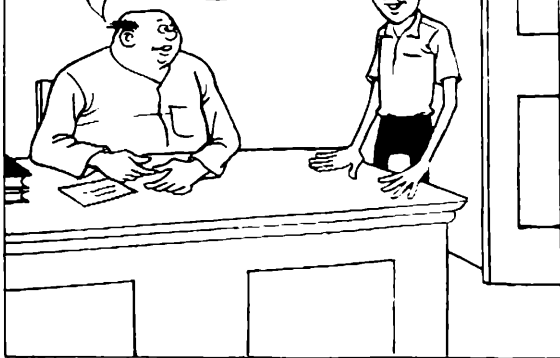
হ্যাঁ, করবো। কিন্তু
স্যার অনুমতি
দিলে তবে।



কিন্তু দুদিন পরেই

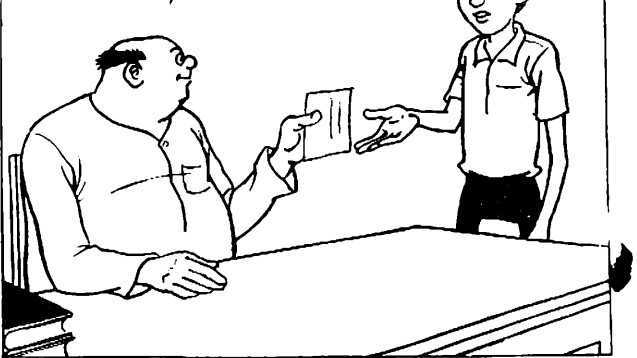
কেলু! যে! এজ গুছিস?
জলে ভোদের বাড়ির কোন
ক্ষতি হয়নি তো?

না,স্যার! আমাদের
ওদিকটায় কোন জল
ঢোকেনি!



তুই ভোর ঘরে যাওয়ার
সময় নলটে আর ফলটেকে
এই চিঠিটা দিয়ে দিস।

কিসের চিঠি, স্যার!
ওদেরও নতুন ব্যাপার
নাকি?



না, একটা চকোলেট কোম্পানী টি.ভি.তে
বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে একটা ফিল্ম তুলছে,
তাতে ওরা দুজনে কাজ করছে! তাই
ওদের যাবার জন্যে লিখেছে!

আচ্ছা দিয়ে
দেলো, স্যার!



দ্যাখ, বোঁচা! দুদিন আমরা এখানে
নেই, তাতেই ওরা টি.ভি.তে অ্যাক্টিংএর
চান্স পেয়ে গেলো!

বলো কি
কেলুদা!
টি.ভি.তে
অ্যাক্টিং!



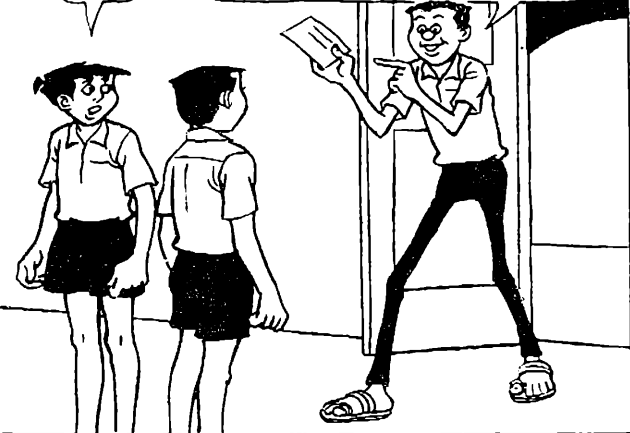
জেনে রাখ, বোঁচা! অ্যাক্টিং
ওরা করবে না করবে!
আমরা, আমি আর তুই!

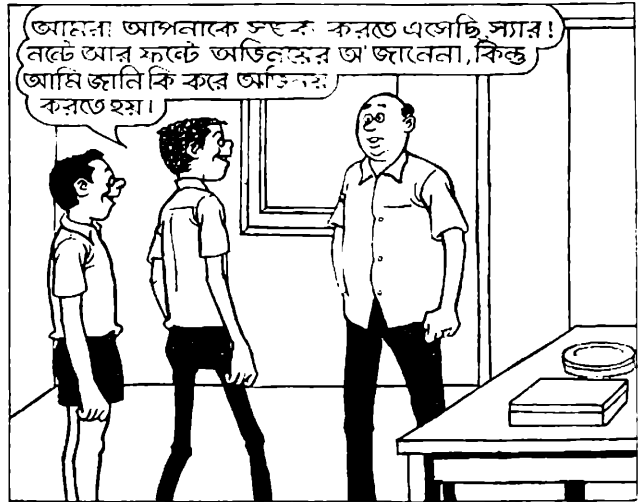
দারুণ, কেলুদা!
দারুণ!



মরেচে! কেলুদা!
মেরে!

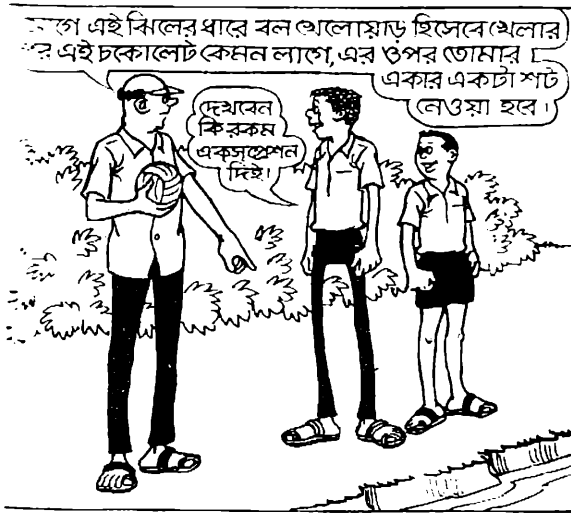
হ্যাঁ, আমি! এখানে ভোদের আর যেতে
হবে না। যাচ্ছি আমি। হেঃ হেঃ!

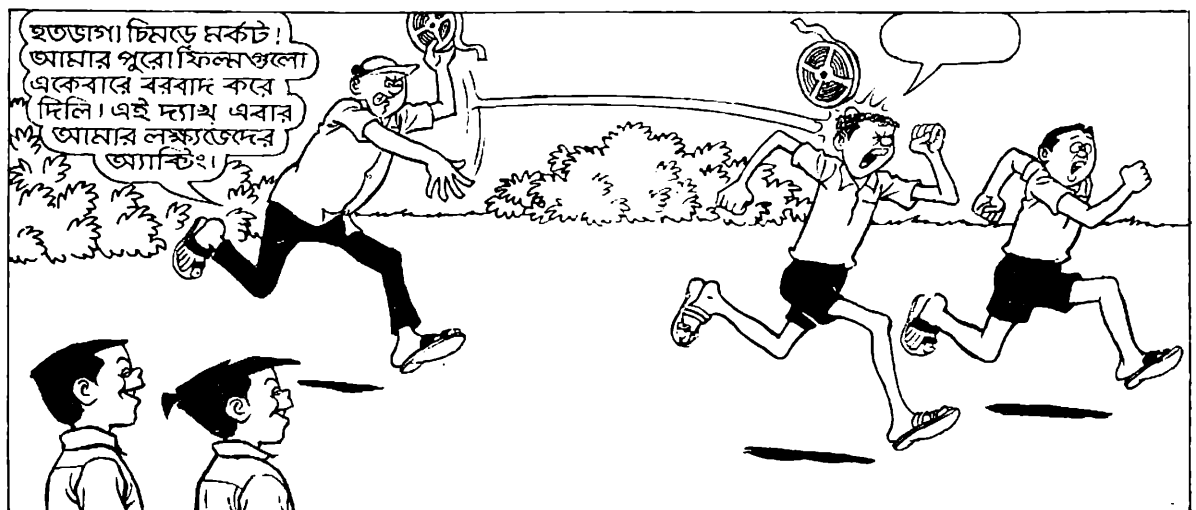
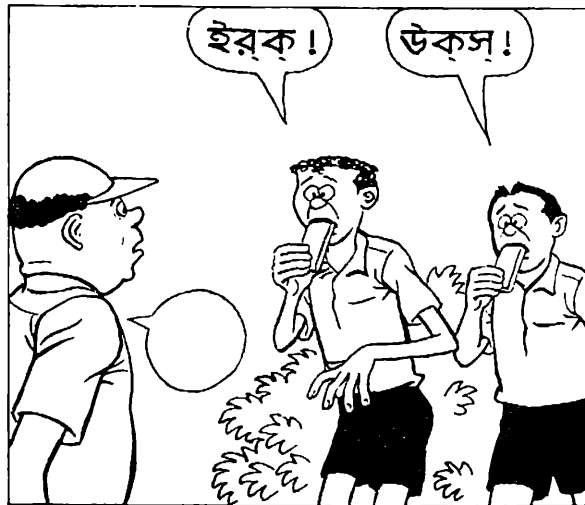














নটে
আর
ফটে



নারায়ণ দেবনাথ

পূজোর ছুটির কয়েকদিন আগে

ডিকো দীওয়ানে আছা...



কোথায়
বাজছে
বলতো?



কেলোর ঘরে
বাজছে বলে মনে
হচ্ছে মেন!

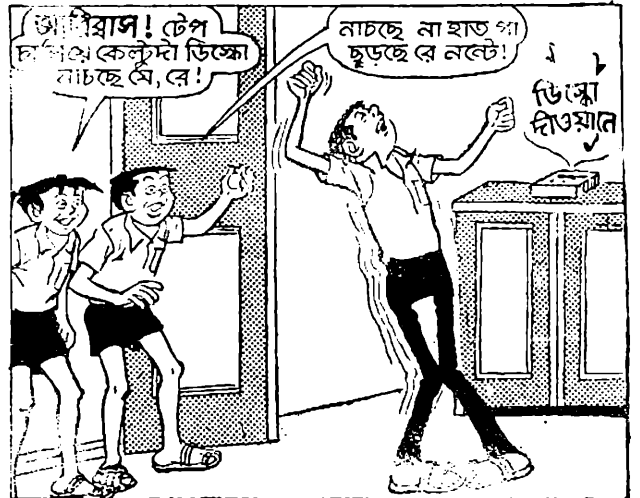
আছা...আছা...

সেই রকমই তো
মনে হচ্ছে রে! চুন তো
গিয়ে দেখি।



দীওয়ানে আছা...

গানের
সঙ্গে একটা
অন্যরকম
শব্দও আজছে রে
নটে!



জাম্বিয়াস! টেপ
চলিয়ে কেলুদা ডিকো
নাটছে যে, রে!

নাটছে না হাত পা
ছুড়ছে রে নটে!

ডিকো
দীওয়ানে



কে র্যা! কানের কাছে ড্যাঞ্জের ড্যাঞ্জের
করে আমার মন: সংযোগ ছিন্ন করে
দিচ্ছিস!

এই যে আমরা, কেলুদা!
গান শুনে এসে দেখি
তুমি হাত পা ছুড়ছো!



কি বললি! আমি হাত পা ছুড়ছি? ওরে মুন্সুরা
তোরা নৃত্যকলার কি বুঝিস? এ নাচে যতো শরীর
স্বাভাবিকত উৎকর্ষতা বাড়বে। ডালনা করে
দ্যাখ।







সেদিন রাতে

তার কোন আশা
নেই। এখন আমাকে
জান দিয়েই মান
বাঁচাতে হবে।

বৎস! আত্মহত্যার
কথা চিন্তা করাও
পাপ!

কি-কে কথা
বললো?

আমি বলেছি, বৎস।

তু-তুমি-আ-
আপনি কে? কি
করে কোথেকে
এই রাতে এখানে
এলেন?

আমার পরিচয় জেনে
কি হবে বৎস। আমি এই
জানালার কাছ দিয়েই
যাচ্ছিলাম, তোমার কাজের
হতাশার স্তর কত
আমাকে এখানে টেনে
আনলো।

কিন্তু আপনি ঘরের
মধ্যে এলেন কোন পথে?

এ জানালা পথে, বৎস।

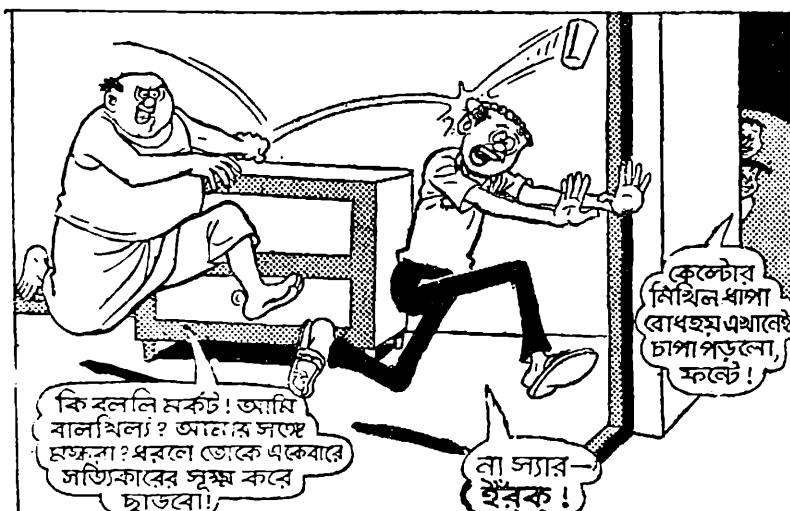
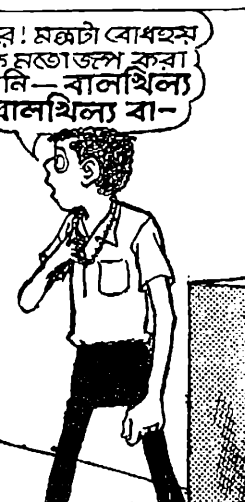
ঠিক আছে, তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করছি।
শোন, বৎস। আমি সেই প্রাচীন বালখিল্য মুনিস্ত্রেই
একজন। অমৃতজন হলে আমরা সুস্বাদু দেহে যে
কোন জ্ঞান দিয়ে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করতে
পারি। এবার বলতো বৎস, কেন তুমি আত্মহত্যার
কথা বলছিলে?

বলছি। তার আগে আমার
প্রণাম গ্রহণ করুন প্রভু!

আরে, আরে! একি
করো বৎস? দীর্ঘ
জীবন লাভ করো।





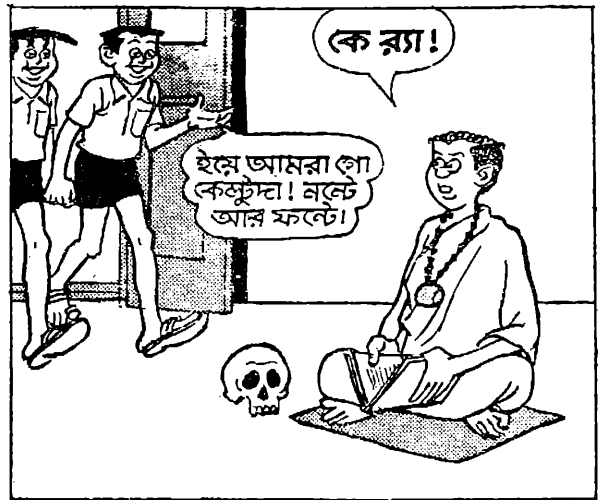
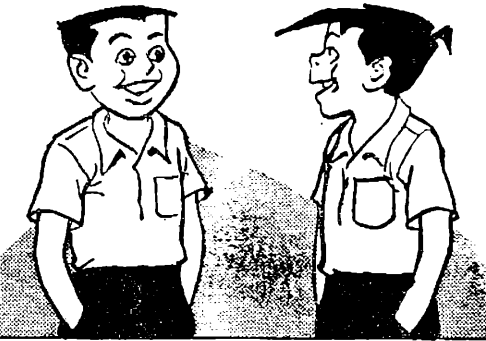




নারায়ণ দেবনাথ

কদিন থেকে কেল্টার আর
বোল চাল শোনা যাচ্ছে
না। কি ব্যাপার বলতো?

কেল্ট নাকি
এখন ঘর থেকে
বেরোচ্ছে না।











খিচনিও হবার কারণ নেই। আজ রাতেই আপনাকে সঙ্গে নিয়ে মারণ উচাটন করে ছুত এবং তার যদি কোন পুত থেকে থাকে সবাইকে বাড়ি ছাড়া করবো।

আমাকে নিয়ে কেন?
আমাকেও থাকতে হবে
নাকি?

অবিশ্যি! আপনার বাড়ির ভুত বা অস-
প্রভ বিতাড়নের সময় আপনাকে
আমার কাছে থাকতে হবে।

সেদিন রাতে

চলুন, কোথায়
বসা যায় ভালো
করে দেখে টেখে
নি।

বাড়ির মালিকের সঙ্গে কেঁকুনা
ঐ বাড়িতে ঢুকলো, নটে আর
ফটে!

চল, ফটে! কেলেটা
কত জেনারদার ওঝা
এবার সেটা বোঝা
যাবে।

ওদিকে

এবার আমি আমার কাজে শুরু করবো।
আপনি বেশ সজাগ আর শক্ত থাকবেন
কারণ বাড়ির মালিক হিসেবে ওনারের
বাগটা আপনার ওপরই বেশী হবে
কিনা।

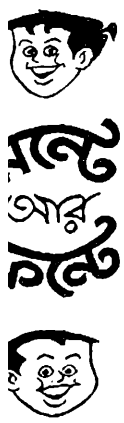
চক!
চক!

কাজের সময় কে
আবার জ্বালতে এলো!

আপনার বাড়ি
থেকে বোধহয়
দুরত্ব বন্ধ নেই
জানালার
তোকা দিচ্ছে

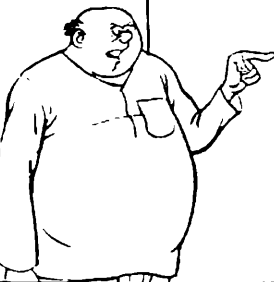






রায়ণ দেবনাথ

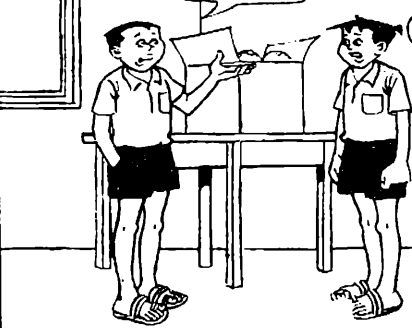
আমি আমার ঘরের
জানোলা দিয়ে দেখছি, নটে
আর ফটে বেশ বড়সড়
একটা খাবারের বাসন নিয়ে
চুপি চুপি চুকেছে! আমি
চাই ওটা তুই বাজেয়াপ্ত
কর, কেলু!



হ্যাঁ- নিশ্চয়ই
স্যার!



নরটে! এবার কেলু জানতে পারে গেছে যে
আমাদের কাছে খাবার আছে. আর মতক্ষণ না
থুঁজে পারে ততক্ষণ ছাড়বে না! তাই আড়াই
ক্ষীরের থালাটা অন্য জায়গায় সরিয়ে
ফ্যাল, নটে!

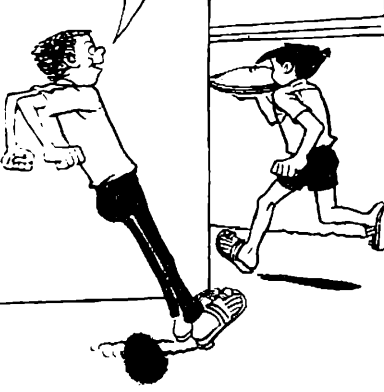


ঠিক
বলেছি,
ফটে!

বড় এক বাসন চুপি খাবার!
বাজেয়াপ্ত করার আর তর
সইচ্ছে না! দারুণ ডালা
জালো জিনিস থাওয়া
যাবে!



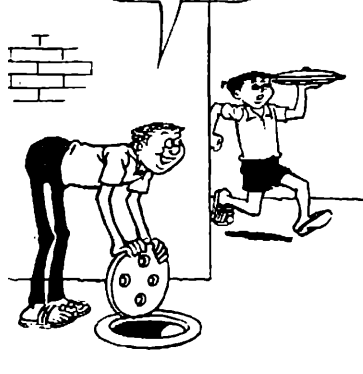
আরবাস! নটে একটা বিরাট
থালায় করে কি যেন নিয়ে যাচ্ছে!



আমি এটাও কেড়ে
নেবো! হেঃ হেঃ! মত
খাবার ততো জানন্দ!



হিঃ হিঃ! নটে এই কুমলা ফেলার
গত দিয়ে গলে যাবে, কিন্তু থালাটা
বেশ বড়, ওটা আমার কন্ডায়
চলে আসবে!



আমি অস্বাক হচ্ছি এর মধ্যে
কেলু কি ওদের খাবার দাবার
থুঁজে পান্না নি?

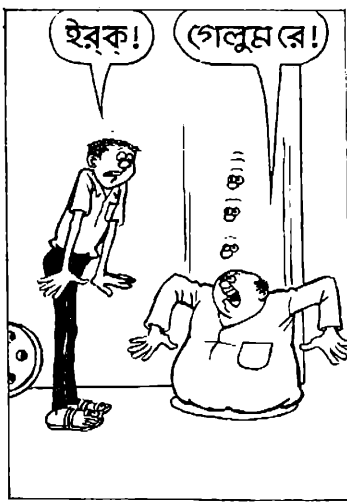


ইবক! এয়ে স্যার!
উনি ক্ষীরের থালা
নিশ্চয় দেখেন নি!

কেলু কোথায়?



উফ!
ঠিক সময়ে
এখানে এসে
লুকিয়েছি!

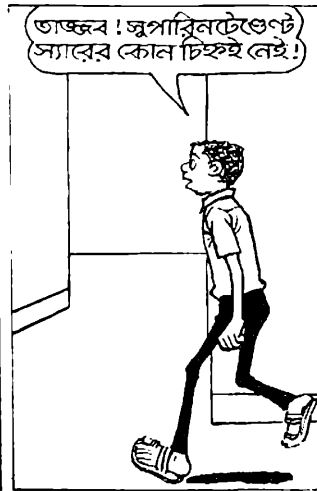


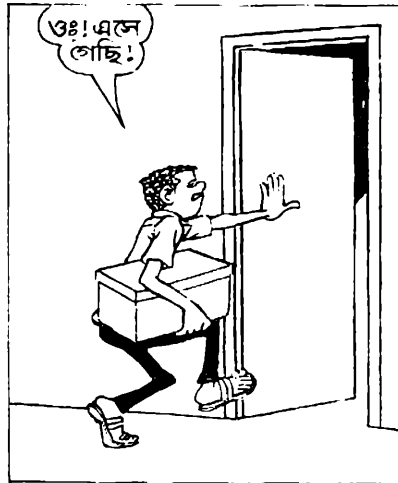
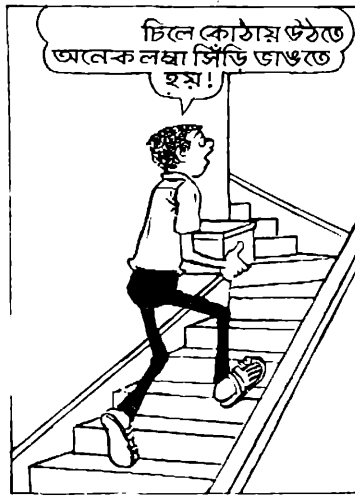


আর



নারায়ণ দেবনাথ

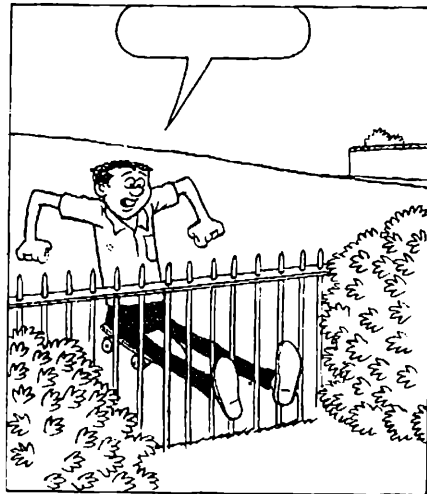
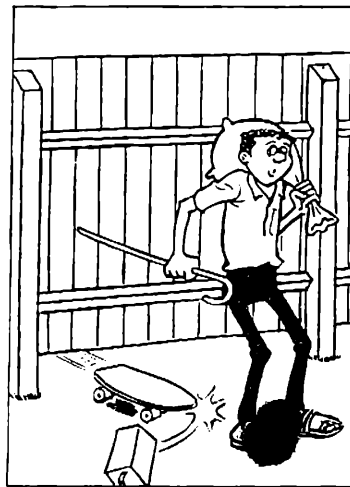






নারায়ণ দেবনাথ





আজকের দিনটাই আমার
খারাপ। প্রথমে কেল্টা খাবার হাতিয়ে
নিলো, আর এখন ফেট-
বোর্ডটা ছুটে বেরিয়ে
গেলো!

এই বেড়ার পেছনে
বসে নিশ্চিন্তে
এগুলো সঁচাবো!

এই পেটলের চিনটাকে
আমি বসার জন্য ব্যবহার
করতে পারি।

ভাড়াহুড়ো করে খাবার দরকার নেই, ফটে! কারণ
কেল্টার পা বেড়ার রেলিংএর ফাঁকে সঁটে গেছে। কেটে
বের না করার আগে আর নড়তে পারবে না!

গরুর! এখান
থেকে ছাড়া পাই
তারপর তোদের কি
রকম নান্দা দিই
হেথাবি!



বল্টে ফল্টে



নারায়ণ দেবনাথ

